ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স -১৮৬৫
আগরতলা, ১৫ আগস্ট, ২০১৮

রক্তদান এ রাজ্যের পরম্পরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রক্তদানে ত্রিপুরা রাজ্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। কারণ এ বিষয়ে রাজ্যবাসী যথেষ্ট সচেতন। আজ দেশের ৭২তম স্বাধীনতা দিবস এবং আগরতলার সংহতি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবির, মরণোত্তর দেহ দান, মরণোত্তর চক্ষুদান এবং আধার নিবন্ধীকরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথাগুলি বলেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রান্তে স্বতস্ফুর্তভাবে রক্তদান কর্মসূচি চলে আসছে। এই পরম্পরা দীর্ঘ দিনের এবং তা আগামী দিনেও বিদ্যমান থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচির মাধ্যমে ভ্রষ্টাচারমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়তে চাইছেন। স্বচ্ছতা কেবল বাসস্থানকেন্দ্রিক নয়, সরকারি ব্যবস্থাপনায়ও স্বচ্ছতা নিয়ে আসা প্রধানমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, স্বচ্ছ ভারত কর্মসুচির বাস্তবায়নে ত্রিপুরা রাজ্যেও ২ অক্টোবরের মধ্যে প্রত্যেকটি বাড়িতে পাকা শৌচালয় তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার জন্য ত্রিপুরা সরকারের ব্যয় হবে ৮৫ কোটি টাকা। এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা চালু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যেও এই উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩০ হাজার মহিলাকে গ্যাস সংযোগ প্রদান করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, পূর্বেই এই যোজনা চালু হলেও বিগত সরকারের এই যোজনা বাস্তবায়নে মানসিকতার অভাব ছিল। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ মূল মন্ত্রকে পাথেয় করে জাতি, ধর্ম, দল নির্বিশেষে রাজ্যের প্রকৃত গরিবরাই যাতে সরকারি প্রকল্পের সুফল লাভ করতে পারে রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, বেটি বাচাঁও বেটি পড়াও, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, মুদ্রা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা চালু করেছে। এসব কর্মসূচির সফল রূপায়ণের মাধ্যমে ত্রিপুরা আরও এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি নাগিছড়ার কাঠিয়াবাবা আশ্রমের মহারাজ সদানন্দ দাস কাঠিয়া বাবাজী যুব সম্প্রদায়কে কর্মের মধ্যে থেকেও রক্তদানের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রক্তদানে কোনও ক্ষতি নেই। সমাজের অধিকাংশ মানুষেরা যখন রক্তদানে এগিয়ে আসবে তখন দেশ জাগ্রত হবে, ত্রিপুরা রাজ্যও রক্তদানে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন, রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য আরও বেশি করে যুব সম্প্রদায়কে যুক্ত করে তাদের রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিধায়ক বিদ্যালয়গুলিকে এই ধরণের রক্তদান কর্মসূচির সাথে যুক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যে মেয়েরা পড়াশুনায় একটা উল্লেখ্যযোগ্য জায়গায় নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। মেয়েরাও যেন সমভাবে এই রক্তদান কর্মসূচিগুলিতে এগিয়ে এসে অগ্রণী ভূমিকা নেয় তার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

২য় পাতায়

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের পুর পারিষদ দুর্গা প্রসাদ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত, আগরতলা পুর নিগমের পুর পারিষদ কমলেশ পাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংহতি ক্লাবের সভাপতি, ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শিশির মজুমদার। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে মরণোত্তর চক্ষুদানে ১৩জন এবং মরণোত্তর দেহদানে অঙ্গিকার করেছেন ১২জন। ২৫জন রক্তদান করেছেন। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে রত্না মজুমদার স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগের প্রতি বিভাগে সেরা দশ জনকে পুরস্কৃত করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা।

*****